30-5-53

পদ্মা প্রোডাকসন্সের

বৈচিত্র্যময় নিবেদন

বৈমানিক

StudioMita

গোল্ডেন মুভী রিলিজ

ভারতীয় বিমান বহরের প্রতি

পদ্মা প্রোডাক্সন্সের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বৈমানিক

●

কাহিনী, সংলাপ, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **শ্যাম চক্রবর্ত্তী**

নিবেদনে : **বীরেন পালধী** প্রযোজনায় : **রবীন পালধী, পদ্মা দেবী**

সঙ্গীত পরিচালনায় : অনিল বাগচী। চিত্রশিল্প : জয়ন্তী ভাই জানী ও অনিল গুপ্ত। শব্দানুলেখনে : জে, ডি, ইরানী। সম্পাদনায় : রবীন দাস। শিল্প নির্দ্দেশ : এস, রামচন্দ্র। নৃত্য পরিচালনায় : অতীন পাল। রূপ সজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী। পরিস্ফুটনে : ধীরেন দাসগুপ্ত।

অভিনয়ে :

কুমার জ্যোতির্ম্ময় পালধী

ছবি বিশ্বাস : নীতিশ মুখার্জী : অসিত বরণ : বিকাশ রায় : পদ্মা দেবী মঞ্জু দে : করবী গুপ্তা : ধীরেন বসু : প্রীতি কুমার : হরিমোহন ঋষি দাস : ডাঃ সন্তোষ মুখার্জী : আদি ঘোষ : গোপেশ্বর নন্দী রূপ নারায়ণ : তপন মিত্র : মনি দাশ : আশা দেবী : সন্ধ্যা দেবী অনুশীলা : কুমারী উমা মুখার্জী : কুমারী মিনু সেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ব্লাড ব্যাঙ্ক, হ্যানিম্যান হোমিও হল, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস রবীন পাল, শরণ সিং : ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় প্রমোদ সরকার, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস্ শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত ও ইন্দ্রপুরী সিনেল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

রাত দশটা বাজলো গীর্জ্জার ঘড়িতে। তরুণ অমিত এগিয়ে আসে মৃত্যুপথ-যাত্রী বৃদ্ধ অমর রায়ের শয্যাপার্শ্বে। বার বার তাঁকে শুধু একই প্রশ্ন করে—'বলো, তুমি কি সত্যিই আমার বাবা নও—সত্যিই কি আমি পিতৃপরিচয়হীন ?'

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যে কঠিন সত্যকে সারা বিশ্বের কাছ থেকে সযত্নে গোপন করে রেখেছিলেন অমর রায়, আজ কেনই বা তা জাগলো ওর মনে—আর কেই বা জাগালো, হঠাৎ কিছুতেই বুঝতে পারেন না তিনি।

জাগালো শঙ্কর। শুধু বন্ধু নয়—ভায়ের মত ভালবেসেছিল যাকে অমিত। ঈর্ষার বশে—তার পিতার পালিতা কন্যা মাধুরীকে ভালবাসার দ্বন্দ্বে সেই তাকে করলো এই চরম আঘাত—সেই তাকে জানালো, অমর রায় কেউ নন অমিতের—সমাজের আস্তাকুড় থেকে নিতান্ত দয়া করে কুড়িয়ে এনেছিলেন তিনি তাকে।

অমিত যে তার জন্ম-রহস্যের কথা কোনদিন না কোনদিন জানতে চাইবেই অমরবাবু তা আন্দাজ করেছিলেন বহু আগেই। তাই আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাকে তিনি পরিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন নিজের ডায়রীতে। অমিতকে এগিয়ে দিলেন সেই ডায়রীখানা। অমিত পড়তে সুরু করে তখনই।

১৯১০ সালের কথা সেটা। সবে মাত্র আইন পাশ করে বিলেত থেকে ফিরেছেন অমর রায়। মাকে হারিয়েছিলেন তিনি ছেলেবেলাই। মায়ের অভাব তাঁর পূর্ণ করেছিলেন বাবা। কিন্তু ভাগ্যদোষে সেই বাবাকেও যখন একদিন হারাতে হল, তখন আশ্রয় করলেন পথকে—সুন্দর····রমনীয় পথ! দিশাহারার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দিক থেকে দিগন্তে। তারি মাঝে পাঞ্জাবের কসৌলী পাহাড়ে ভীষণ দুর্যোগের একরাত্রে মীনাক্ষীর সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি তাকে

উদ্ধার করেন সেই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির উন্মত্ততার হাত থেকে। তারপর ধীরে ধীরে পরিচয় এসে দাঁড়ায় ঘনিষ্ঠতায়। সে হয় তার পথচলার সঙ্গী—তার খেলার সাথী—তার কাব্যচর্চ্চার সহপাঠী। মীনাক্ষীকে তিনি ভালবেসে ফেলেন। কিন্তু মীনাক্ষী প্রত্যাখ্যান করে তাঁর সে ভালবাসা। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের বাইরে আসতে সে অসম্মতি জানায়।

ব্যর্থ প্রেম নারী-বিদ্বেষ রূপে দেখা দেয় অমর রায়ের জীবনে। সুরা আর সাকী হয় তাঁর জ্বলন্ত যৌবনের একমাত্র সহচরী।

দিন চলে গড়িয়ে। মাস এসে থামে বছরে। এমনি কয়েকটি বছরের ব্যবধানে অমর রায়ের সঙ্গে আবার একদিন দেখা হয় মীনাক্ষীর। এক কুশ্রী পল্লীর অভ্যন্তরে কুৎসিত পরিচয়ে। কিন্তু মীনাক্ষী তাঁকে তার সব কথা খুলে বলে একে একে। পিতার মৃত্যু-শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে পিতারই এক বন্ধুপুত্রকে স্বামীত্বে বরণ করেছিল সে। মিথ্যা সন্দেহের বশে সেই স্বামী তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে দূর করে। একমাত্র শিশু সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে সে পথে ঘুরে ঘুরে এক শয়তানের কবলে এসে পড়েছে আজ।

শিশুকে মীনাক্ষীর কাছ থেকে অমর রায় ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে এলেন। সেই শিশু অমিতই আজ তরুণ যুবক। কিন্তু তার মা অমর বাবুকে কোন দিনই জনাননি তার স্বামীর নাম।

ডায়রীর পাতা বন্ধ করে দেয় অমিত। কিন্তু এই রমনীয় উপাখ্যান পৃথিবী কোনদিনই বিশ্বাস করবে না। এতদিনকার আশ্রয় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তে সে চলে যায় বৈমানিক হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার সংকল্প নিয়ে। চিৎকার করে ডাকেন অসুস্থ অমর রায়—'যাস নে খোকা, ফিরে আয়।' দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অমিত পিছন ফিরে একবারও তাকায় না।

মীনাক্ষীকে টেলিফোনে ডেকে পাঠান অমর রায়। অমিতকে তার পিতৃ-পরিচয় দিয়ে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ ক'রে শেষ নিঃশ্বাস

ফেললেন হতভাগ্য অমর রায়। মীনাক্ষীও তাঁর মৃতদেহের পাশে বসে প্রতিজ্ঞা ক'রে স্বামীকে খুঁজে বার করে অমিতকে ফিরিয়ে আনবার।

মীনাক্ষীর সে প্রতিজ্ঞা কি কোনদিন সফল হয়েছিল? বৈমানিক অমিত কি সত্যিই ফিরে এসেছিল তার মায়ের বুকে? মাধুরী আর শঙ্কর—তারাই বা ছিট্‌কে পড়লো কে কোথায়?

গান

(১)

চাঁদ যদি ডুবে যায় যাক
তুমি শুধু ফিরায়ো না মুখ
তোমার আঁখিতে থাক
জোনাকির নীল আলোটুক।
সব ভোলা এই রাতে আজ
যাক দ্বিধা, যাক দূরে লাজ
লাভ-ক্ষতি মান-অভিমান
যাক দূরে যত ভুল চুক॥
ধরনীর সব কোলাহল
বনানীর সকল কূজন
যাক থেমে থেমে যাক
শুধু জাগি আমরা দুজন।
নবনীত তব বাহুপাশ
হোক মোর কণ্ঠের ফাঁস
যায় যদি ভেঙ্গে যায়—যাক
আবেশে অবশ মোর বুক॥

—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

(২)

ফিরে এসে যদি শোন আমি আর নেই
সারারাত ধরে এই শুধু যাই ভেবে
আমার মরণ কিভাবে তুমি যে নেবে ।

দূরে গিয়ে হায় ভুলে গেলে শত কাজে
গানগুলি মোর ব্যথা হয়ে বুকে বাজে

সব শেষ হলে আমার প্রেমেরে বলো
কোনদিন তুমি কোন দাম কিগো দেবে ।

মোর নয়নে অশ্রু শুকালো না আর কভু
এতো অবহেলা পেয়ে মনে হয় যেন তবু
সারাটি জীবন তোমারি হয়েছে জয়
নিয়তিরে তাই করে যাই অনুনয়

জীবনের এই নিভে-আশা দীপখানি
শেষবার যেন দেখা করে তবে নেভে ।

—শ্যামল গুপ্ত

(৩)

আমার এ গান হারায়েছে সুর
আঁখি হারায়েছে ভাষা

শুধু এ হৃদয় ভুলিতে পারেনি
ক্ষণিকের ভালবাসা ।

কবরী হ'তে যে ফুল দিয়েছিলে
সে তো নহে খেলাছলে

মোর মরম বীণায় যে সুর বাজালে
সে তো নহে অবহেলা !

আঁধার রাতের শুকতারা সম
সে যে পথিকের আশা ॥

রণেন্দ্র নারায়ণ সাহা

সহকারী ঃ

পরিচালনা ঃ অনিল মিত্র, বাদল দত্ত ও সুভাষ ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় ঃ মানু ভট্টাচার্য্য, মদন দে ও ফেলু মণ্ডল। চিত্রশিল্পে ঃ জ্যোতির্ম্ময় লাহা, শিশির ভট্টাচার্য্য, দশরথ বিশ্বাস (ষ্টুডিওর পক্ষ হইতে)। শব্দানুলেখনে ঃ সন্তু বোস। সম্পাদনায় ঃ অমিয় মুখার্জ্জী। শিল্পনির্দ্দেশ ঃ অমিতা বর্দ্ধন। সঙ্গীত পরিচালনায় ঃ আলোক দে। নৃত্য-পরিচালনায় ঃ প্রভাত ঘোষ। রূপসজ্জায় ঃ অনাথ মুখার্জ্জী, দুর্গা চ্যাটার্জ্জী। পরিস্ফুটনে ঃ সামান্য রায়, ননী চ্যাটার্জ্জী, অমূল্য দাস ও রবীন সান্যাল। প্রচার পরিচালনায় ঃ নির্ম্মল দাশগুপ্ত, গোরা দে ও চিত্ত সা। **প্রধান কর্ম্মসচিব ঃ মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়** ও জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ঃ লক্ষণ সরকার। কর্ম্মনিয়ন্ত্রনে ঃ শৈলেন ঘোষাল, অনিল মুখার্জ্জী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জ্জী, দিলীপ মুখার্জ্জী ও বিমল গাঙ্গুলী। পটশিল্পে ঃ তার, আর, সিংহ। রূপসজ্জায় ঃ শের আলী। স্থিরচিত্রে ঃ গীতাঞ্জলী ষ্টুডিও। আলোক সম্পাতে ঃ হেমন্ত দাস, অনিল সরকার, মন্টু সিংহ, সুখরঞ্জন দত্ত ও অনিল দত্ত।

গীতিকার ঃ

শ্যামল গুপ্ত (ফিরে এসে যদি)। বটকৃষ্ণ বসু (চাঁদ যদি)।
রণেন্দ্র নারায়ণ সাহা (আমার এ গান)।

গোল্ডেন মুভি কর্পোরেশন লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।

আর দু'খানি ছবি

বাণী চিত্রমের

নৃত্য-গীত মুখর কথাচিত্র

তিন দেশের মেয়ে

ঃ ভূমিকায় ঃ

সিতারা, নটরাজ গোপীকিষণ, দীপক, প্রমীলা প্রভৃতি।

১৯৫২ সালের সর্বজন স্বীকৃত বিখ্যাত চিত্র

রমাছায়া চিত্র প্রযোজিত

রাত্রির তপস্যা

পরিচালনা সুশীল মজুমদার

ভূমিকায়ঃ ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার, প্রণতি ঘোষ, শ্যামলাহা, ভানু. নৃপতি, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

● বুকিং চলিতেছে ●

একমাত্র পরিবেশক

গোল্ডেন মুভী কর্পোরেশন লিমিটেড

২৪১ বহুবাজার ষ্ট্রীট ••• কলিকাতা